করোনা চিকিৎসায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনে সুফল পাচ্ছে আরব আমিরাত

বিশ্বব্যাপী এখন আতঙ্কের নাম করোনাভাইরাস। ভাইরাসটি ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে থাবা বসিয়েছে। এর বিষাক্ত ছোবলে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় গোটা বিশ্ব যেন অসহায় হয়ে পড়েছে এই করোনাভাইরাসের কাছে।

তবে করোনার চিকিৎস্যায় ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের চিকিৎসকরা। শনিবার একটি সংবাদ সম্মেলনে আরব আমিরাতের চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে এমনটি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আরব আমিরাতে ৩৭৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। এছাড়া দেশটিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৮৮ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন বলেও ওই সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয় ।
সংবাদ সম্মেলনে আরব আমিরাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ডা. ফরিদা আল হোসাইনি বলেন, দেশের অধিকাংশের মধ্যেই করোনার মৃদু সংক্রমণ পাওয়া গেছে। আর যাদের বেশি জ্বর এবং শ্বাস কষ্ট রয়েছে তাদেরকে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা করানো হচ্ছে।

করোনাভাইরাস ঠেকাতে আরব আমিরাতের চিকিৎসার বিষয়ে ডা. ফরিদা আল হোসাইনি বলেন, আমরা হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এবং বিভিন্ন অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করছি। এসব ওষুধ কার্যকর হওয়ায় এগুলো বেশি ব্যবহার করছি। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে যাওয়া রোগীদের রক্তের প্লাজমা দিয়েও চিকিৎসার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে আরব আমিরাতে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার পরীক্ষা চালানো হচ্ছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে ডা. ফরিদা আল হোসাইনি বলেন, যারা করোনা থেকে সুস্থ হয়ে গেছেন তাদের রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। ওই রক্তের প্লাজমা আক্রান্তের শরীরে দেওয়া হবে যাতে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।

ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, আরব আমিরাতে এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৭৭৬ জন। মারা গেছেন ২০ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনায় মারা গেলেন ইসরায়েলি ধর্মযাজক

করোনায় মারা গেলেন ইসরায়েলি ধর্মযাজক

ইসরায়েলের সাবেক প্রধান ধর্মযাজক রাব্বি ইলিয়াহু বাক্সি ডোরন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

সোমবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন।

নেতানিয়াহু বলেন, ‘মর্মান্তিকভাবে রাব্বি ইলিয়াহু বাক্সি ডোরন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাকে বাঁচাতে চিকিৎসকেরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হননি।’
বেশ কিছু দিন যাবৎ শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছিলেন রাব্বি ইলিয়াহু। গত সপ্তাহে নিয়মিত চেকআপের উদ্দেশ্যে তাকে জেরুজালেমের শ্যারে যাদেক মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হলে তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। এরপর তাকে আইসোলেশনে রাখা হয়।

চলমান বৈশ্বিক করোনা মহামারীতে এটিই রাষ্ট্রটির শীর্ষ কোনও ব্যক্তির মৃত্যু।

রাব্বি ইলিয়াহু ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশটির সেফারডিমের শীর্ষ যাজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

এ পর্যন্ত ইসরায়েলে ১১ হাজার ১৪৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সূত্র: জেরুজালেম পোস্ট

করোনার উৎস নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যেই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিল চীন

করোনার উৎস নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যেই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিল চীন

করোনাভাইরাস, বিশ্বব্যাপী এক আতঙ্কের নাম। ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে থাবা বসিয়েছে এই ভাইরাস।

এতে এখন পর্যন্ত (সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা) আক্রান্ত হয়েছে ১৮ লাখ ৫৩ হাজার ১৫৫ মানুষ। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ১৪ হাজার ২৪৭ জনের।

ভাইরাসটি সর্ব প্রথম শনাক্ত হয় গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে। এখান থেকেই প্রাণঘাতী এই ভাইরাস বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে বলে অনেকের ধারণা।
ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়িয়ে পড়ার মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এটিকে ‘চায়না ভাইরাস’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। তাদের দাবি, উহানের গবেষণাগার থেকে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস।

তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে চীন। বরং তারা এটিকে আমেরিকার কারসাজি বলে মনে করছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র দাবি করেছেন, আমেরিকার সেনাবাহিনী উহানে এই ভাইরাস ছড়িয়েছে।

করোনাভাইরাসের উৎস নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যেই এ বিষয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিল চীন সরকার। ভাইরাসটি উৎস নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশের ওপর নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ করল দেশটির সরকার।

চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিধিনিষেধ আরোপ করে নোটিশ জারি করা হয়, যা দেশটির দুটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ ওয়েবসাইটে

প্রকাশ করে। যদিও পরে সেটি ওয়েবসাইট থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

প্রকাশিত ওই নোটিশে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের উৎস নিয়ে যেকোনও অ্যাকাডেমিক গবেষণাপত্র চীন সরকারের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাবে না। গবেষণাপত্রটি অবশ্যই চীন সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে যাচাই-বাছাই করা হবে।

চীনের এক গবেষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চীন সরকারের এই পদক্ষেপ ভাইরাসটির বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করবে।

তিনি আরও বলেন, “ভাইরাসটি মূল উৎস খুঁজে বের করার উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে এটি চীন সরকারের একটি সমন্বিত পদক্ষেপ। তারা এই রোগটি নিয়ে কোনও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ও অনুসন্ধান সহ্য করবে বলে আমি মনে করি না। সূত্র: সিএনএন

‘করোনায় সাড়ে ৫ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী’

বিশ্বজুড়ে মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে যুক্তরাজ্যে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়াচ্ছে আজই। ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮ হাজার ৯৯১ জন। মারা গেছেন ৯ হাজার ৮৭৫ জন। কিন্তু এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ফিরেছেন মাত্র ৩৪৪ জন। তবে আক্রান্তদের সুস্থ করে তুলতে কোনো ত্রুটি করছেন না সে দেশের চিকিৎসকরা। রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন তারা।

যুক্তরাজ্যে করোনা রোগীর সংখ্যার বিস্ফোরণ ও স্বাস্থ্যসেবার এমন দুরবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং তার দল কনজারভেটিভ পার্টিকে দায়ী করেছেন অ্যান্ড্রু মেয়ারসন নামে যুক্তরাজ্যের এক নবীন চিকিৎসক। ওরচেস্টারশায়ার রয়্যাল হাসপাতালে করোনা রোগীর সেবায় নিয়োজিত তিনি। বরিস জনসনকে উদ্দেশ্য করে বলা অ্যান্ড্রু

মেয়ারসনের সেই বক্তব্য গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান প্রকাশ করেছে।

পাঠকদের উদ্দেশে তার সেই বক্তব্য তুলে ধরা হলো :
‘প্রিয় বরিস জনসন,
রাজনীতিতে আজকাল যা চলছে, চিকিৎসায় ঠিক তার বিপরীত ঘটছে। এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছি, যাকে ‘দৃষ্টান্তহীন ঘটনা’ বলা যায়। এমন পরিস্থিতি তখনই তৈরি হয়, যখন নানা প্রটোকলের কারণে রোগীকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। দৃষ্টান্তহীন এসব ঘটনা এতটাই ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে যে, রোগীর সেবায় জড়িত বেশিরভাগ চিকিৎসক তাদের বাকি কর্মজীবনে এর ভার বহন করবেন। অনেক নবীন চিকিৎসক দুর্ঘটনা ও জরুরি বিভাগে কর্মিস্বল্পতা নিয়েও টানা কাজ করছেন। আমি দেখেছি অত্যধিক চাপে থাকাবস্থার ফল কী হয়। আমার বিশ্বাস, এটিকেও ‘দৃষ্টান্তহীন ঘটনা’ হিসেবে লেখা উচিত। ২০১৬ সাল থেকে এক ইংল্যান্ডেই অন্তত ৫ হাজার ৫০০ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হতে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করার ফলে মারা গেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৭০ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের তো ক্ষোভপ্রকাশ করাই উচিত!’

অ্যান্ড্রু মেয়ারসন এরপর লেখেন– ‘প্রধানমন্ত্রী, আপনি কি দয়া করে একমুহূর্তের জন্য নিজেকে একজন ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস) প্যারামেডিক, চিকিৎসক বা নার্স হিসেবে কল্পনা করতে পারেন? আমরা করিডোরে ট্রলিতে রোগীদের মারা যেতে দেখছি। দয়া করে মাত্র একমুহূর্তের জন্য এনএইচএসে অপর্যাপ্ত বরাদ্দের মানবিক পরিণতি সম্পর্কে ভাবুন। এনএইচএস মারাত্মকভাবে তহবিল ও কর্মিস্বল্পতায় ভুগছে। এর জন্য আপনি ও আপনার সরকার দায়ী। প্রধানমন্ত্রী আপনার অবহেলায় মানুষের মৃত্যু ঘটছে।’

যুক্তরাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা খাত নিয়ে অ্যান্ড্রু বলেন, ‘আপনি ও আপনার দল স্বাস্থ্যসেবা খাতে কতটা ব্যর্থ হয়েছেন, যা আমরা এনএইচএস হাসপাতালে প্রতিদিনই দেখছি। ইংল্যান্ডে ৪০ হাজার নার্স ও ১০ হাজার চিকিৎসক কম রয়েছে। এঅ্যান্ডইতে অপেক্ষা করার হার এনএইচএসের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে। ক্যান্সারের রোগীদের আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সামাজিক সেবা সেভাবে হচ্ছে না। মানসিক সেবা তো পাওয়াই যায় না। প্রধানমন্ত্রী, এনএইচএস আপনার হাতে নিরাপদ নয়। আপনার এবং আপনার দলের গত এক দশকের অবহেলা প্রায় ৫ হাজার ৫০০ রোগীর মৃত্যুতে অবদান রেখেছে। আপনি যদি আমার মতো নবীন চিকিৎসক হতেন, তবে আপনার

লাইসেন্সটি এখন বাতিল করে দেয়া হতো এবং আপনাকে কারাগারে পাঠানো হতো। এনএইচএস হাসপাতালে আমাদের কী প্রয়োজন তা নিয়ে আপনি আর বক্তৃতা দেয়ার উপযুক্ত নন।’

এর পর অ্যান্ড্রু বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী, আপনি যদি এই সমস্যার উন্নয়ন চান, তবে লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি তুলতে আমাদের হাসপাতালে আসা বন্ধ করুন। এর পরিবর্তে আমাদের বিশেষজ্ঞদের কথা শুনুন। প্রশ্নের জবাব দিন।

‘ সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান।

যেভাবে রাতের আঁধারে দাফন করা হয় খুনি মাজেদের লাশ

যেভাবে রাতের আঁধারে দাফন করা হয় খুনি মাজেদের লাশ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকরের পর ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বাটামারা নিজ গ্রামে লাশ দাফন করার কথা থাকলেও স্থানীয়দের বাধার মুখে তা করা সম্ভব হয়নি।

বহু নাটকীয়তার পর কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নের হোসেনপুর এলাকায় মাজেদের শ্বশুরবাড়িতে লাশ দাফন করা হয়।

খুনি আবদুল মাজেদের শ্বশুরবাড়ির লোকজন অতি গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফনের পরই তারা রাতের আঁধারে এলাকা ত্যাগ করে। এলাকাবাসী কিছুই টের পায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শম্ভুপুরার হোসেনপুর এলাকার একাধিক ব্যক্তি জানান, শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের লাশ তার চাচা শ্বশুর আক্কাস আলী ও পরিবারের স্বজনরা অ্যাম্বুলেন্সযোগে হোসেনপুর এলাকায় নিয়ে আসেন।

এ সময় লাশের পেছনে প্রশাসন ও পুলিশের একাধিক গাড়ি টহলরত অবস্থায়

ছিল। পরে বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই তড়িঘড়ি করে তার শ্বশুরবাড়ির ৪-৫ জন লোক মিলে প্রথমে জানাজা দেয়।

পরে খুব গোপনে লাশটি দাফন করে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সকালে এলাকাবাসী বিষয়টি জানার পর চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং মাজেদের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ভিড় করেন।

তবে হোসেনপুর এলাকায় লাশ দাফনের বিষয়টি পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের কেউ আগে থেকে জানত না বলে দাবি করা হয়। তারা বিষয়টি পরে জেনেছেন বলে স্বীকার করেন।

হোসেনপুর এলাকায় বসবাসরত সোনারগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি আবু সিদ্দিক মোল্লা জানান, আবদুল মাজেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে। তার মতো আত্মস্বীকৃত খুনির স্থান সোনারগাঁওয়ের পবিত্র মাটিতে হবে না। এ ব্যাপারে ওসমান গনি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জামান মোল্লা জানান, সোনারগাঁওয়ের পবিত্র ভূমিতে খুনি মাজেদের লাশ রাখতে দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রশাসন এগিয়ে না এলে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে কবর থেকে লাশ তুলে মেঘনা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে।

সূএ-যুগান্তর

বিশ্বে ২২ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত, মারা গেছেন ৫৬০

গোটা বিশ্বে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে এবং কমিউনিটি উভয় জায়গাতেই সংক্রমিত হচ্ছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা আক্রান্ত হচ্ছেন পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে।

এ পর্যন্ত ৫৬০ স্বাস্থ্যকর্মী প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে

এরই মধ্যে মারা গেছেন। করোনাভাইরাসে বিশ্বের ৫২ দেশ ও অঞ্চলে ২২ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। শনিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। খবর আল-জাজিরার।

ডব্লিউএইচও জানায়, বুধবার পর্যন্ত তাদের কাছে যে রিপোর্ট এসেছে, সে অনুযায়ী বিশ্বে ২২ হাজার ৭৩ স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড-১৯ রোগে বা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ এখনও ডব্লিউএইচওতে সরাসরি স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্তের তথ্য জানানোর কোনো পদ্ধতি নেই।

সংস্থাটি জানায়, প্রাথমিক ফলগুলো দেখাচ্ছে- স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে ও কমিউনিটি উভয় জায়গাতেই সংক্রমিত হচ্ছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংক্রমিতরা আক্রান্ত হচ্ছেন পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে।

সামনের সারির স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) যেমন- মাস্ক, চশমা, গ্লাভস ও গাউনের সঠিক ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছে ডব্লিউএইচও।

সুত্র-যুগান্তর

বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্ত ১৭ লাখ, মৃত্যু সংখ্যা ১০২৭৩৪

করোনাভাইরাসে প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এরই মধ্যে গোটা বিশ্বে এ প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ লাখ ছুঁই ছুঁই করছে।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ ৯৯ হাজার ৬৩২ জনে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২ হাজার ৭৩৪ জনে।

এ মহামারীর কারণে বিশ্ববাসী আজ ঘরবন্দি। চারদিক সুনসান নীরবতা, জনশূন্য। যেন পৃথিবী আজ এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। খবর বিবিসি, রয়টার্স ও আল-জাজিরার।

করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে । গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে ২ হাজার ৩৫ জন।

একদিনে যে কোন দেশে করোনায় মৃত্যুর নতুন রেকর্ড এটি। এ নিয়ে দেশটিতে মোট মারা গেছে ১৮ হাজার ৭৪৭ জন।

সব চেয়ে বেশি মারা গেছে নিউইয়র্কে ৭ হাজার ৮৪৪ জন। আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৩৫৮ জন। এরপরই আছে নিউজার্সি, সেখানে আক্রান্ত ৫৪ হাজার ৫৮৮ জন ও মারা গেছেন ১ হাজার ৯৩২ জন। খবর বিবিসি ও আল-জাজিরার।

মিশিগানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজার ৭৮৩ এবং মারা গেছেন ১ হাজার ২৮১ জন। এরপরই আছে ক্যালিফোর্নিয়া, সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২১ হাজার ৭৩ জন, মারা গেছেন ৫৮৪ জন।

প্রথমে করোনাভাইরাসকে পাত্তা না দিলেও এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটি। দিনদিন অবস্থার অবনতি হচ্ছে। ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা।

আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে সবাইকেই। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লাখ ২৮ হাজার ৭৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৩৩ হাজার ৭৫২ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ২৭ হাজার ৩১৪ জন।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৮১৫ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি ১০ হাজার ৯১৭ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্কে। সেখানে এ পর্যন্ত মারা গেছে ৭ হাজার ৭৪৪ জন এবং আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৩৫৮ জন।

আমেরিকার শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্টনি ফসি আশঙ্কা

প্রকাশ করে বলেছেন, দেশে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা এক লাখ বা তারও বেশি হতে পারে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ৩ মাস ছাড়িয়েছে। এখনও নিয়ন্ত্রণের লক্ষণ খুব একটা দৃশ্যমান নয়। করোনায় বিপর্যস্ত সারাবিশ্ব। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে ৬ হাজার ৯৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২ হাজার ৭৩৪ জন।

এছাড়া বিশ্বজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ২১ হাজার ৯৬৭ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছে ১৬ লাখ ৯৯ হাজার ৬৩২ জন। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৬ হাজার ১৮৪ জন সুস্থ হয়েছে।

ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়ালেও বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ২ হাজার ৮৭৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ১৮ হাজার ৭৮৭ জনের।

ইতালিতে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭৭ জন আক্রান্ত, আর মারা গেছে ১৮ হাজার ৮৪৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে ৫৭০ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে এবং আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে।

এছাড়া স্পেনে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৫৪ হাজার ৬৭৫ জন আক্রান্ত, আর ১৬ হাজার ৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। জার্মানিতে ১ লাখ ২২ হাজার ১৭১ জন আক্রান্ত, ২ হাজার ৭৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চীনে আক্রান্ত ৮১ হাজার ৯০৭, মারা গেছে ৩ হাজার ৩৩৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে মাত্র ১ জন এবং নতুন করে আত্রান্ত হয়েছেন ৪২ জন।

বাংলাদেশে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৪২৪ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ২৭ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে ৬ জন।

সূত্র-যুগান্তর

করোনার তাণ্ডব: নিউইয়র্কে গণকবরের ফুটেজ প্রকাশ

আমেরিকার নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে এত বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং সেখানে এমন এক ভুতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছে যে, নিরুপায় হয়ে লাশগুলোকে গণকবর দিতে হচ্ছে। এরইমধ্যে গণকবর দেয়ার ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে। নিউ ইয়র্ক শহরে মারা গেছে সাত হাজার মানুষ।

এদিকে, বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। সর্বশেষ তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, এ পর্যন্ত করোনায় মারা গেছে এক লাখ দুই হাজার ৬৬৯ জন। আর আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ১৭ লাখ। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে তিন লাখ ৭৬ হাজার ২০০ জন।

আমেরিকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছে ১৮ হাজার ৭৬৩ জন। তবে মৃত্যুর সংখ্যার দিক দিয়ে ইতালি এখনো সবার শীর্ষে। দেশটিতে মারা গেছে ১৮ হাজার ৮৪৯ জন। এরপর রয়েছে স্পেন। এ দেশটিতে মারা গেছে ১৬ হাজার ৮১ জন। ফ্রান্সে মারা গেছে ১৩ হাজার ১৯৭ জন।
চীনের উহান শহরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি করোনা ভইরাসের উৎপত্তি হয়। শুরুর দিকে শুধুমাত্র সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল এর বিস্তার। তবে ধীরে ধীরে সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং ইরানে ছড়িয়ে পড়ে ভাইরাসটি। ইরানে তাণ্ডব চালাতে চালাতেই ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে এসে ইতালিতে শুরু হয় ভাইরাসের প্রকোপ।

পরে মার্চের শুরুর দিকে ইতালিতে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে ভাইরাসটি। এরপর ইউরোপের বাকি দেশগুলো- স্পেন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এর উপস্থিতি বাড়তে থাকে আটলান্টিকের ওপারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

সূত্র-যুগান্তর

করোনায় মৃত্যুতে নতুন রেকর্ড: যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় মারা গেল ২০৩৫ জন

করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতু্যর নতুন রেকর্ড সৃষ্টি গয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে ২ হাজার ৩৫ জন।

একদিনে যে কোন দেশে করোনায় মৃত্যুর নতুন রেকর্ড এটি। এ নিয়ে দেশটিতে মোট মারা গেছে ১৮ হাজার ৭৪৭ জন।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, সব চেয়ে বেশি মারা গেছে নিউইয়র্কে ৭ হাজার ৮৪৪ জন। আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৩৫৮ জন। এরপরই আছে নিউজার্সি, সেখানে আক্রান্ত ৫৪ হাজার ৫৮৮ জন ও মারা গেছেন ১ হাজার ৯৩২ জন। খবর বিবিসি ও আল-জাজিরার।

মিশিগানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজার ৭৮৩ এবং মারা গেছেন ১ হাজার ২৮১ জন। এরপরই আছে ক্যালিফোর্নিয়া, সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২১ হাজার ৭৩ জন, মারা গেছেন ৫৮৪ জন।

প্রথমে করোনাভাইরাসকে পাত্তা না দিলেও এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটি। দিনদিন অবস্থার অবনতি হচ্ছে। ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা।

আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে সবাইকেই। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লাখ ২৮ হাজার ৭৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৩৩ হাজার ৭৫২ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ২৭ হাজার ৩১৪ জন।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৮১৫ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি ১০ হাজার ৯১৭ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্কে। সেখানে এ পর্যন্ত মারা গেছে ৭ হাজার ৭৪৪ জন এবং আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৩৫৮ জন।

আমেরিকার শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্টনি ফসি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, দেশে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা এক লাখ বা তারও বেশি হতে পারে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ৩ মাস ছাড়িয়েছে। এখনও নিয়ন্ত্রণের লক্ষণ খুব একটা দৃশ্যমান নয়। করোনায় বিপর্যস্ত সারাবিশ্ব। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে ৬ হাজার ৯৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২ হাজার ৭৩৪ জন।

এছাড়া বিশ্বজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ২১ হাজার ৯৬৭ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছে ১৬ লাখ ৯৮ হাজার ৮৩৫ জন। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৬ হাজার ১৮৪ জন সুস্থ হয়েছে।

ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়ালেও বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ২ হাজার ৮৭৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ১৮ হাজার ৭৮৭ জনের।

ইতালিতে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭৭ জন আক্রান্ত, আর মারা গেছে ১৮ হাজার ৮৪৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে ৫৭০ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে এবং আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে।

এছাড়া স্পেনে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৫৪ হাজার ৬৭৫ জন আক্রান্ত, আর ১৬ হাজার ৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। জার্মানিতে ১ লাখ ২২ হাজার ১৭১ জন আক্রান্ত, ২ হাজার ৭৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চীনে আক্রান্ত ৮১ হাজার ৯০৭, মারা গেছে ৩ হাজার ৩৩৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে মাত্র ১ জন এবং নতুন করে আত্রান্ত হয়েছেন ৪২ জন।

বাংলাদেশে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৪২৪ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা

গেছে ২৭ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায়ই মারা গেছে ৬ জন।

সূত্র-যুগান্তর

মালয়েশিয়ায় ১২ বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত

মালয়েশিয়ায় বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনাভাইরাসে ১২ বাংলাদেশিও আক্রান্ত হয়েছেন। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এমন খবর দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক নূর হিশাম আবদুল্লাহ বলেন, সেখানে বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ৪১৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

তাদের মধ্যে ৫১ ইন্দোনেশীয়, ৩৭ ভারতীয়, ৩১ মিয়ানমারের, ২৯ পাকিস্তানি, ২৫ চীনা, ১২ বাংলাদেশি, দুজন ফিলিপিন্সের এবং বাকিরা অন্যান্য দেশের নাগরিক।

তিনি আরও বলেন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় মোট চার হাজার ২২৮ জনের মধ্যে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাদের এক দশমাংশই বিদেশি নাগরিক।

সংশ্লিষ্ট বিদেশি মিশনগুলোকে তাদের নাগরিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে বলেও জানান মালয়েশিয়ার এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।

নূর হিশাম বলেন, জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। অভিবাসীপ্রত্যাশী ও শরণার্থীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য কাজ করতে চায় সরকার।

সূত্র-যুগান্তর